পড়ালেখা ও ক্যারিয়ার

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশিত: ১৭:৩১, ২৬ এপ্রিল ২০২৫; আপডেট: ১৭:৩৯, ২৬ এপ্রিল ২০২৫

বাংলাদেশে মাত্র ৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিষয়ক উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বশেমুরকৃবি), শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (শেকৃবি), পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পবিপ্রবি), চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (সিভাসু), সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সিকৃবি) এবং কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (কুকৃবি)। এছাড়াও কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হয়, যেমন: গণ বিশ্ববিদ্যালয়, এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাধারণত মেধাক্রম অনুযায়ী

শিক্ষার্থীদের পছন্দের অনুষদে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেয়। তাই অনুষদ পছন্দ করার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেওয়া হলো:

ভেটেরিনারি অনুষদ
যদি সাদা এপ্রোন পরে প্রাণীদের সেবা করার প্রবল ইচ্ছা থাকে, তাহলে এই অনুষদ আপনার জন্য আদর্শ। এখানে পড়ালেখা করে আপনি পশুপাখিদের দুঃখ-কষ্ট অনুধাবন করে তাদের সেবা করার সুযোগ পাবেন- যা নিঃসন্দেহে মানবিক ও পুণ্য একটি কাজ। এই অনুষদের ডিগ্রি শেষ করার পর আপনার নামের আগে 'ডা.' উপাধি যুক্ত হবে। এই অনুষদে ৫ বছর মেয়াদী শিক্ষা গ্রহনের পরÑ সরকারি প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), ইন্টারন্যাশনাল ডাইরিয়াল ডিজিজ রিসার্চ বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি), প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (এলআরআই) প্রভৃতিতে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা; সেনাবাহিনীতে রিমাউন্ট ভেটেরিনারি এন্ড ফার্ম কোর (আরভিএফসি), আড়ং, মিল্কভিটা, আলতাফ এবং কাজী ফার্ম প্রভৃতি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে রয়েছে চাকরির সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ তো আছেই। শিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে বিদেশে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা ও চাকরির সুযোগ এবং অনুষদে ভালো ফলাফলের মাধ্যমে শিক্ষক হওয়ারও সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে।
কৃষি অনুষদ
বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ। আপনার যদি ফসলের অধিক উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ প্রযুক্তি, উন্নত জৈব

সার তৈরি বা জিনোম সিকোয়েন্সিং নিয়ে কাজ করার আগ্রহ থাকে, তাহলে এই অনুষদ হবে আপনার জন্য সঠিক পথ। এই অনুষদ থেকে ডিগ্রি অর্জনের পর আপনি হতে পারেনÑ সরকারি কৃষি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রিরি), বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) প্রভৃতিতে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্র্যাকসহ বিভিন্ন এনজিও ও উন্নয়ন সংস্থার কৃষি বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন এগ্রি ফার্ম, ফুড কোম্পানি, সীড কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ এবং হর্টিকালচার বা কৃষি উদ্ভিদ গবেষণায় পেশাগত ক্যারিয়ার। এছাড়াও ভালো ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেওয়া ও বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি লাভের সুযোগ রয়েছে।

মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ